যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ দরকার

উচ্চ আদালত থেকে ঘোষিত জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো-কোনো রায় বা নির্দেশনা সম্পর্কে গণমাধ্যম অনেক বেশি আগ্রহ দেখায় বলে দীর্ঘদিন ধরে তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত থাকে। অনেক মানুষের কাছে তার খবরও পৌঁছায়। ২০০৯ সালে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনাটি ছিল তেমনি ব্যাপক আলোচিত একটি রায়। দেশব্যাপী যৌন হয়রানির ঘটনার ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া আদালতের ওই নির্দেশনায় যৌন হয়রানির আওতা নিরূপণ ছাড়াও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন ও ৫ সদস্যের কমিটি গঠনের কথা বলা হয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দেশের সরকারি-বেসরকারি খুব কম প্রতিষ্ঠানই উচ্চ আদালতের ওই নির্দেশনাকে আমলে নিয়েছে ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ কথা কতটা অভ্রান্ত তা বোঝা যায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) নির্দেশনাটি আমলে নিতে ১০ (২০১৯-২০০৯) বছর সময় নিয়েছে! আদালতের নির্দেশনার বরাত দিয়ে মাত্র গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ মাউশি এ সংক্রান্ত জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যাতে মাউশির আওতাধীন অফিস ও দেশের সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন ও সে সম্পর্কিত তথ্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে বলা হয়। আমাদের ধারণা, ১০ বছর পরও তারা বিষয়টিতে গা করত না যদি এপ্রিলে ফেনীর সোনাগাজীর যৌন নির্যাতক মাদ্রাসা-অধ্যক্ষ সিরাজ উদ দৌলার নির্দেশে ওই মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে কেরোসিন ঢেলে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় দেশব্যাপী ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি না হতো।

সরকারি-বেসরকারি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছার অভাব এবং কর্তৃপক্ষীয় মনিটরিং না থাকায় এতদিনেও দেশে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত জনসচেতনতা তো তৈরি হয়ই নি, এমনকি প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গৃহীত হয় নি; যে কারণে উচ্চ আদালতের নির্দেশনার ১০ বছর পরও একের পর এক মাদ্রাসাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকদের দ্বারা যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ভয়াবহ সব তথ্য বেরিয়ে আসছে।

২০১৮-এ পরিচালিত অ্যাকশনএইড বাংলাদেশের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ৮৪ শতাংশ যৌন হয়রানি প্রতিরোধসংক্রান্ত কোনো কমিটির কথা জানেন না এবং ৮৭ শতাংশ শিক্ষার্থী সুপ্রিম কোর্টের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা সম্পর্কেই জানেন না। আবার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা, পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদ মাধ্যমে কর্মরতদের ৬৪.৫ শতাংশ নির্দেশনাটি সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং ১৪ শতাংশ এ সম্পর্কে জানলেও কোনো পরিষ্কার ধারণা রাখেন না। এই অবস্থা নারীর প্রতি যৌন হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধ করবার ব্যাপারে আমাদের নিস্পৃহতারই উদ্বেগজনক চিত্র বহন করে, যে নিস্পৃহতা উচ্চ আদালতের রায়ও বদলাতে পারে না।

দেরিতে হলেও মাউশি যে বিজ্ঞপ্তিটা জারি করেছে, সেটা আমাদের শেষ পর্যন্ত আশান্বিতই করে। সরকারের অন্য বিভাগগুলোও এ ব্যাপারে তৎপর হবে (যেসব বিভাগ এখনো উদ্যোগ নেয় নি) আমরা সে আশা করি। পাশাপাশি আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছেও এ সংক্রান্ত উদ্যোগ প্রত্যাশিত। আমাদের দরকার বিষয়টি তদারকির জন্য কার্যকর মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা উন্নয়ন ও চালু করা, যাতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দেশনা অনুযায়ী আদৌ যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছে কি না, কমিটি আদৌ সক্রিয় কি না এবং হয়রানির কোনো ঘটনা ঘটলে নিয়মানুযায়ী প্রতিবিধান না করে তা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা হয় কি না তা যথাযথভাবে যাচাই করা যায়। একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্জন আমাদের অবহেলায় নিরর্থকতায় পর্যবসিত হোক, তা নিশ্চয়ই আমরা কেউই চাই না।